بســـم الله الـــرحمن الـــرحيم

ফতোয়া

প্রসঙ্গঃ আঞ্চলিক শিয়া নিয়িন্ত্রত সরকারের ঘোষিত চাঁদ দেখা বিবৃতি অনুযায়ী কি আমরা রোযা পালন শুরু করব ?

আনসারুল্লাহ বাংলা টীম কতৃক অনূদিত

প্রশ্নঃ ৬

উত্তর প্রদান করেছেন মিনবার আল তাওহীদ ওয়াল জিহাদের শরীয়াহ্ কমিটি

প্রশ্নঃ

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

বিষয়টি নিয়ে অনেক কৌতুহল এবং টানাপোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কারো মতামতই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য মনে হচ্ছে না। মিনবার বোর্ডের কাছে আমার দাবী- যথাসম্ভব দ্রুত বিষয়টি জানিয়ে আমাকে বাধিত করবেন।

আমরা (মুসলমানদের একটি বড় অংশ) পাকিস্তান অধ্যুষিত পাঞ্জাবের একটি অঞ্চলে বাস করি। আঞ্চলিক ধর্মীয় সংগঠন এবং পাক- ধর্মীয় সরকারী মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে, রবিবার থেকে পয়লা রমযান পালিত হবে। অথচ পড়শি মুসলিম রাষ্ট্র এবং আশপাশের অন্যান্য এলাকায় শুক্রবার থেকে রোযা পালিত হচ্ছে। পাক- সরকার দুইদিন পর অর্থাৎ রবিবার থেকে রমযান শুরু হওয়ার ঘোষণা করেছে। এটাই প্রমাণ করে যে, সরকার চাঁদ দেখার প্রেক্ষিতে রমযান শুরু হওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে (নবী করীম সা.এর সুন্নতে অবজ্ঞা প্রদর্শনকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ)। ধর্মীয় স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন এক ব্যক্তিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে "সংখ্যারিষ্ঠতা ত্যাগকারী পথভ্রষ্ট" দোহাই দিয়ে সে বলেছে যে, শুক্র ও শনিবার রোযা বর্জন করে রবিবার থেকেই আপনারা রমযান পালন করুন...! !

পাক সরকার শিয়া মতদর্শে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বিষয়টি কারো অজানা নয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সম্যক বিরুদ্ধাচরণই তাদের একমাত্র পেশা।

উল্লেখ্য- ওয়াযিরিস্তানে শনিবার থেকে রোযা পালিত হচ্ছে। ওখানকার চারটি অঞ্চলে চাঁদ দেখা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সুতরাং পাক- সরকারের সিদ্ধান্তটি যে ভূল তাতে কোন সংশয় নেই। তাহলে তো রমযান শুরু হয়ে গেল... এখন উপায়..?? পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এক্ষেত্রে সঠিক পথে নেই। আল্লাহর বিধানমতে মাস হবে বারটি।

সরকারী এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে আমরা শনিবার রোযা ভঙ্গ করেছি। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের হুকুম কি হবে? কৃপণতার ভান না করে দ্রুত উত্তর জানিয়ে সংশয়মুক্ত করার অনুরোধ রইল। অন্যথায় আল্লাহর সামনে আমাদের জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনাদের পদকে দৃঢ় করে বাতিলের বিরুদ্ধে সদা বিজয়ী রাখুন। আমীন...! !

প্রেরক- ফুরসানে শারক্ব

উত্তরঃ

ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

প্রিয় ভাই...!

বাস্তবেই যদি আপনাদের সরকার শিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সদা

বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। পাশাপাশি ওয়াযিরিস্তানের আহলে সুন্নাত অধিবাসী বাস্তবেই চাঁদ দেখে শনিবার থেকে রোযা শুরু করে থাকে, তবে ওয়াযিরিস্তানবাসীকেই আপনাদের অনুসরণ করতে হবে, শনিবার থেকেই আপনাদের রোযা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত মুসলমানই সত্যের পথে আছেন বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং ওয়াযিরিস্তানের মুসলমানদের মত আপনাদেরকে ঈদ যাপন করার অনুরোধ করছি। কারণ, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তারাই আপনাদের অতি সন্নিকটে।বাকী রইল প্রথম রোযা, সেটি রমযানের পর কোন এক সময় আপনারা কাযা করে নেবেন। আল্লাহ আপনাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন। আমীন.... ! !

সদস্য, শরীআহ্ কমিটি

মিনবার আল তাওহীদ ওয়াল জিহাদ